ফরিদ আহমেদের লেখায় রেজু রাজাকারের লাশ নিয়ে আমরা যে সভ্যতা-বিবর্জিত আচরণ করছি তার সমালোচনা করা হয়েছে সুন্দরভাবে । সত্যিইতো, লাশের ওপর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করে কি ধরনের বীরত্ব ফলানো হচ্ছে ? কই, তার জীবদ্দশায় তো তাকে শাস্তি দেওয়ার কথা শুনিনি, তখন এই বীরেরা কোথায় ছিলেন? সে নাকি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের দোর্দন্ড প্রতাপশালী একজন অধ্যাপক ছিল । আমরা নিজামী-মুজাহিদদের মন্ত্রী হওয়ার হাত থেকে দেশকে রক্ষা করতে পারিনি । জীবিত রাজাকারদের প্রতাপ আমরা সহ্য করছি নির্বিবাদে, আর এক রাজাকারের লাশ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য গলা ফাটাচ্ছি সমানে । এতে আর যাই হোক, বীরত্বের কোন নিদর্শন খুঁজে পাচ্ছিনা । বরং, প্রতিহিংসাপরায়ণ মানসিকতার পরিচয় পাচ্ছি ।

রাজাকারের লাশ শিয়াল-কুত্তা দিয়ে খাইয়ে 'রাজাকারত্ব' নামক রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবেনা । রাজাকারদের জীবন থাকতে শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে । তা নইলে এই রোগের প্রকোপ বেড়েই চলবে । এমন কি, একাত্তরের যুদ্ধের পরে জন্ম নেয়া রাজাকারদের সংখ্যাও বেড়েই চলবে ।

মুক্তিযুদ্ধের একটা শ্লোগান ছিল, "ওরা মানুষ হত্যা করছে, আসুন আমরা পশু হত্যা করি"। আমরা পশু হত্যা করছিলাম দেশটাকে পশু-মুক্ত করার জন্য, নিজেরা পশুতে পরিণত হওয়ার জন্য নয় ।

আমাদের মুক্তিযুদ্ধ ছিল দেশের ছেলেমেয়েদের আলোকিত মানুষ বানানোর জন্য, তাদের মধ্যে পশু-প্রবৃত্তির জন্ম দেয়ার জন্য নয় । আমরা কেন রাজাকারদের মতোই পশু হয়ে যাব?

ইরতিশাদ আহমদ